দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14 JUL 1991
পৃষ্ঠা 6 কলাম 4

বরিশাল পলিটেকনিকে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া

॥ বরিশাল অফিস ॥

বরিশাল পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের বিভিন্ন বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া বেশ কিছু ঘটনা-দুর্ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল ঘটনার সহিত এক শ্রেণীর শিক্ষকের মদদ রহিয়াছে বলিয়া বিভিন্ন মহল হইতে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। গত বুধবার কলেজে পরীক্ষা চলাকালে একজন পরীক্ষার্থীর নিকট হইতে নকল ধরার কারণে হল পরিদর্শক মুজিবর রহমান তাহার হাতে কক্ষেই লাঞ্ছিত হন। রাতে ঐ পরীক্ষার্থীর সহযোগীরা ক্যাম্পাসে অবস্থিত শিক্ষক কোয়ার্টারে বোমা হামলা চালায় এবং ভবিষ্যতে নকল না ধরার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর তাহারা তাহাদের হোষ্টেলে ফিরিয়া আসে। প্রায় একঘন্টা-

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বরিশাল পলিটেকনিকে

(৩য় পৃঃ পর)

ব্যাপী বোমা হামলায় গোটা এলাকা প্রকম্পিত হইয়া ওঠে এবং ক্যাম্পাস এলাকার বাইরের আবাসিক বাড়ীঘরের লোকজন সারারাত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। গত বৃহস্পতিবার ঐ একই ছাত্রের নিকট হইতে অপর একজন পরিদর্শক মোদাচ্ছের হোসেন নকল ধরায় ছাত্রটি তাহাকেও প্রহার করে। এইদিকে পরীক্ষা শুরুর সাথে সাথেই বিভিন্ন বর্ষের ৭/৮ জন পরীক্ষার্থী বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অসুস্থতার অজুহাতে ভর্তি হয় এবং হাসপাতাল বেডে পরীক্ষা দিতে শুরু করে। এই পরীক্ষার্থীর মধ্যে কলেজের এক-জন শিক্ষকের পুত্রও রহিয়াছে। হাসপাতালে পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে হাসপাতালের পরিচালকের কোন অনুমতি নেওয়া হয় নাই। ৩/৪ দিন এইভাবে পরীক্ষা নেওয়ার পর পরিচালক ইহাতে আপত্তি জানাইলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ঐ 'অসুস্থ' ছাত্রদের জন্য কলেজে 'সিক-বেডের' ব্যবস্থা করেন। সাধারণ পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, হাসপাতালে ঢালাও-ভাবে ঐ পরীক্ষার্থীরা নকল করিয়াছে এবং ইহাতে কলেজ কর্তৃপক্ষের মদদ রহিয়াছে। কলেজে পরীক্ষাচলাকালে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট দুইজনকে নকল করার জন্য বহিষ্কার করিলে পরে কলেজ কর্তৃপক্ষের চাপে প্রশাসন ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রত্যাহার করেন। এই ব্যাপারে কলেজের প্রিন্সিপাল জানান, বুধবার ঐ পরীক্ষার্থী পরিদর্শকের সহিত খারাপ ব্যবহার করায় তাহার ঐদিনের পরীক্ষা বাতিল করা হইয়াছে। তিনি ঐ পরীক্ষার্থীর হাতে দুইজন শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা অস্বীকার করেন। তবে শিক্ষক কোয়ার্টারে হামলার কথা স্বীকার করিয়া জানান তাহার হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। হাসপাতালে পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রিন্সিপাল জানান, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের আবেদন অনুসারে ঐ ব্যবস্থা নেওয়া ও পরে প্রত্যাহার করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যাহারের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না বলিয়া জানান, তবে তিনি জানান, কলেজে শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং রহিয়াছে এই কারণে খবর অতিরঞ্জিত হইয়া বাইরে ছড়ায়।

03